রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ৯, ২০১৭

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ৬ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৯৩-আইন/২০১৭।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।—(১)** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩নং আইন);

(খ) **"উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ (Best Before)"** অর্থ খাদ্য বা খাদ্যপণ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপদতার সর্বোচ্চ মেয়াদ, যে সময়ে নির্ধারিত সংরক্ষণ পদ্ধতিতে পণ্যটি উহার নির্দিষ্ট প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গুণাবলি ধারণ করিবে মর্মে নির্দেশ করে, তবে উক্ত সময়ের পর খাদ্য বা খাদ্যপণ্যটির মান সন্তোষজনক থাকিতে পারে, কিন্তু উহা বিক্রয়যোগ্য থাকিবে না;

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

(গ) **"খাদ্য ভোক্তা"** অর্থ কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের চূড়ান্ত ভোগকারী, যিনি উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যকে খাদ্য ব্যবসার কোনো কার্যক্রমে ব্যবহার করেন না;

(ঘ) **"খাদ্যোপকরণ"** অর্থ খাদ্য-সংযোজন দ্রব্যসহ খাদ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত যে কোনো উপকরণ বা উপাদান, যেরূপেই বিদ্যমান থাকুক না কেন, যাহা চূড়ান্ত খাদ্যে উপস্থিত থাকে;

(ঙ) **"নেট ওজন"** অর্থ কেবল ধারণ-পাত্রস্থিত বস্তুর প্রকৃত ওজন;

(চ) **"মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ (Expiry Date)" বা "ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ (Use by Date)"** অর্থ নির্ণয়কৃত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল, যাহার পরে কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য, যে অবস্থায়ই সংরক্ষণ করা হউক না কেন, প্রত্যাশিত স্বাভাবিক গুণাবলি হারাইতে পারে এবং উক্ত সময়কালের পরে উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বিক্রয়যোগ্য হইবে না;

(ছ) **"মোড়ক"** অর্থ কোনো দ্রব্য আচ্ছাদন বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য খোল (case), বাক্স, কার্টুন, প্যাকেট, স্যাক-প্যাক, পাত্র, আধার, র‍্যাপার (wrapper), তরল সংরক্ষণ পাত্র (vessel), কৌটা, বোতল, ক্যান, ব্যান্ড, টিকেট, রীল, ফ্রেম, কোণ (cone), ক্যাপসুল, ঢাকনা এবং সমজাতীয় অন্যান্য বস্তু;

(জ) **"মোড়কাবদ্ধ খাদ্য"** অর্থ যে খাদ্য বা খাদ্যপণ্য পূর্ব হইতেই কোনো মোড়কে বা ধারণপাত্রে রক্ষিত অবস্থায় খাদ্য ভোক্তা বা খাদ্য সরবরাহকারীর নিকট উপস্থাপিত হয়;

(ঝ) **"লেবেল"** অর্থ কোনো খাদ্যদ্রব্যের মোড়কের উপর সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোনো ট্যাগ, ব্রান্ড, মার্ক, চিত্র, চিহ্ন, হলমার্ক, গ্রাফিক্স বা বর্ণনামূলক নির্দেশনা, যাহা লিখিত, মুদ্রিত, সিলমোহরকৃত অথবা স্টেনসিল, এ্যাম্বোশ বা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং এর মাধ্যমে অথবা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ছাপ প্রদান করা হয় বা সংযোজন করা হয়; এবং

(ঞ) **"লেবেলিং"** অর্থ লিখিত, মুদ্রিত বা গ্রাফিক্স আকারে বর্ণিত কোনো দ্রব্যের পরিচিতিমূলক বর্ণনা, যাহা লেবেলে সন্নিবেশিত বা সংযোজনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

৩। **অন্যান্য আইনের অতিরিক্ততা**।—এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি লেবেলিং বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধানাবলির অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেবেলিং

৪। **মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর সাধারণ শর্তাবলি, ইত্যাদি।**—(১) মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) দেশে প্রস্তুতকৃত মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে প্রদেয় সংশ্লিষ্ট তথ্য বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; তবে, প্রয়োজনে, বাংলার পাশাপাশি এক বা একাধিক বিদেশি ভাষাও ব্যবহার করা যাইবে;

(খ) আমদানিকৃত মোড়কাবদ্ধ খাদ্য দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, লেবেল বিদেশি ভাষায় হইলে, বাংলা ভাষাতেও লেবেল বা একটি সাব-লেবেল সংযুক্ত করিতে হইবে;

(গ) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেল, ধারণপাত্র বা প্যাকিং এর অভ্যন্তরস্থ খাদ্য ও খাদ্য-সংযোজনকারী দ্রব্য সংক্রান্ত তথ্যাদির ঘোষণা সম্বলিত হইতে হইবে;

(ঘ) খাদ্য ভোক্তার জন্য যথাসম্ভব সহজবোধ্যভাবে খাদ্যের নাম ও উপকরণের তালিকা বা বিবরণ লেবেলে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঙ) লেবেল অনাবৃত, সহজে দৃশ্যমান ও সহজপাঠ্য হইতে হইবে এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করিয়া, মোড়কের আয়তন অনুপাতে ফন্টের আকার নির্ধারণ করিতে হইবে;

(চ) মোড়ক হইতে লেবেলের বিচ্ছিন্নতা রোধকল্পে, মোড়কের ধরন অনুযায়ী, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে;

(ছ) লেবেলে, ক্ষেত্রমত, প্রতি ১০০ গ্রাম বা ১০০ মি.গ্রা. পরিমাণে অথবা প্রত্যেক পরিবেশনায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিগত উপাদানের উপস্থিতি ঘোষণা করিতে হইবে; তবে কৃষিজাত কাঁচামাল, যেমন-শস্য, শাকসব্জি, মশলা, চিনি ও অপুষ্টিদায়ক দ্রব্যাদির পুষ্টিগত উপাদানের তথ্যাদি উল্লেখের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না;

(জ) মোড়কের দৃষ্টিগোচরিভূত স্থান (field of vision) ১০০ বর্গসেন্টিমিটার অপেক্ষা কম আয়তনবিশিষ্ট হইলে লেবেলে সংশ্লিষ্ট উপকরণের তালিকা, পুষ্টিগত তথ্যাবলি ও ব্যবহার বিধি উল্লেখ করিতে হইবে না, যদি—

(অ) পাইকারি পর্যায়ের মোড়কে উক্ত তথ্যাবলি সন্নিবেশ নিশ্চিত করা হয়; এবং

(আ) খুচরা ক্রেতাগণের চাহিদা অনুসারে লিফলেট আকারে উক্ত তথ্যাদির অনুলিপি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

(২) লেবেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) উৎপাদক, মোড়কজাতকারী, সরবরাহকারী বা বাজারজাতকারীর নাম ও ঠিকানা;

(খ) খাদ্য উপাদান বা উপকরণের ধরন ও নাম (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম);

(গ) ব্যাচ, কোড বা লট নম্বর;

(ঘ) নেট ওজন বা আয়তন বা সংখ্যা ও মোট ওজন;

(ঙ) উৎপাদনের তারিখ (Date of Manufacture);

(চ) মোড়কীকরণের তারিখ (Date of Pakaging);

(ছ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ;

(জ) উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ;

(ঝ) পুষ্টিগত তথ্যাবলি;

(ঞ) খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য; এবং

(ট) নির্দেশনা ব্যতীত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব না হইলে, উহার ব্যবহার নির্দেশনা।

(৩) ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক লেবেলে সুস্পষ্টভাবে খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) একাধিক স্থলে প্রস্তুতকরণ ইউনিট সম্পন্ন প্রস্তুতকারকের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয়ের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা;

(খ) প্রস্তুতকারক, মোড়কজাতকারক, বোতলজাতকারক বা টিনজাতকারক একাধিক সত্তা হইলে, সকল সত্তার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা;

(গ) চুক্তিভিত্তিক প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্যে প্রস্তুতকারকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা এবং বাজারজাতকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা।

(৪) আমদানিকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা ছাড়াও আমদানিকারকসহ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পুনঃমোড়কজাতকারক, পুনঃবোতলজাতকারক, পুনঃটিনজাত-কারক, বিতরণকারী এবং এজেন্টের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক জারীকৃত আমদানি নীতি আদেশে এতদ্‌বিষয়ে কোন নির্দেশনা থাকিলে উহাও বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, লেবেলে এইরূপ কোন শব্দ বা অভিব্যক্তি প্রকাশ বা ঘোষণা করা যাইবে না, যাহাতে ধারণা হয় যে, আমদানিকৃত পণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য অপেক্ষা উন্নতমানের।

(৫) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের উৎস সনাক্তকরণের নিমিত্ত উহার প্রস্তুতকারীকে, যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে, লেবেলে রেখা সংকেত প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে; তবে, রেখা সংকেতের ব্যবহার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত, উৎস সনাক্তকরণের যাবতীয় তথ্য, যেমন-কাঁচামাল, খাদ্যোপকরণ এবং মোড়কজাত খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণের সকল ধাপের তথ্যাদি, সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ন্যূনতম ৩(তিন) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং চাহিবামাত্র উহা খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৬) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের স্বার্থে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কীকরণ, সংরক্ষণ, মজুদ, পরিবহন এবং পরিবেশনার সহিত সম্পর্কিত বিশেষ নির্দেশনা, যদি থাকে, মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) লেবেলে 'চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ বা সমতুল্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশকৃত' ধরনের কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ বা ঘোষণা করা যাইবে না, যাহা হইতে ক্রেতা বিভ্রান্ত হইতে পারে।

(৮) খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে উহার পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে লেবেলে কোনো মিথ্যা তথ্য, দাবি বা অপকৌশল অথবা "রোগ নিরাময়কারী", ইত্যাদি ধরনের কোনো বিভ্রান্তিকর তথ্য বা দাবি এবং উৎসস্থল সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তিকর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বা তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধান সম্বলিত সিল প্রদান করা যাইবে।

(৯) মোড়কাবদ্ধ কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাদি কাটিয়া বা মুছিয়া পরিবর্তন করিয়া কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বিক্রয় করা যাইবে না।

(১০) রপ্তানিযোগ্য খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের বা অঞ্চলের ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথভাবে লেবেলিং করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত—

(ক) **"উৎস সনাক্তকরণ** (Traceability)**"** বলিতে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও বিপণনের সুনির্দিষ্ট ধাপসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত খাদ্য এবং উহার উপাদানসমূহের আদি উৎস সন্ধান করিবার সক্ষমতাকে বুঝাইবে;

(খ) **"ব্যাচ** (Batch)**", "কোড** (Code)**" বা লট** (Lot)**"** বলিতে সর্বশেষ উৎপাদিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের পণ্যকে বুঝাইবে, যাহা একই প্রক্রিয়ায় ও পরিবেশে উৎপাদন করা হইয়াছে;

(গ) **"মোট ওজন"** বলিতে ধারণ-পাত্রের ওজনসহ ধারণ-পাত্রস্থিত বস্তুর ওজনকে বুঝাইবে; এবং

(ঘ) **"রেখা সংকেত** (Bar Code)" বলিতে সাদা-কালো রেখার নকশা সম্বলিত কোনো ছাপকে বুঝাইবে, যাহার মধ্যে ইলেক্ট্রোনিক যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধারযোগ্য বা পঠনযোগ্য তথ্য নিহিত থাকে ; এবং

(ঙ) **"দাবি** (Claim)" বলিতে যে কোন ধরনের উপস্থাপনা যাহা কোন একটি খাদ্যের লক্ষণীয় গুণাগুণ, যেমন-উহার উৎপত্তি, পুষ্টিগুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রক্রিয়াকরণ, গঠন, প্রকৃতি, ইত্যাদি, প্রকাশ করে এবং যে কোন ধরনের উপস্থাপনা বা বর্ণনা বা পরামর্শ, যাহা উক্ত গুণাগুণের সহিত সম্পর্কিত, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫। মোড়কাবদ্ধ সুগন্ধি বস্তু বা রঞ্জক দ্রব্য সমৃদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—সুগন্ধি বস্তু বা রঞ্জক দ্রব্য সমৃদ্ধ মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রাকৃতিক সুগন্ধি বস্তু ধারণ করিলে উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের লেবেলে "প্রাকৃতিক সুগন্ধি" বা "প্রাকৃতিক সুগন্ধিযুক্ত" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে;

(খ) সুগন্ধি বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে "অনুমোদিত প্রাকৃতিক" বা "অনুমোদিত কৃত্রিম" বা "অনুমোদিত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সুগন্ধি বস্তু ব্যবহৃত" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে;

(গ) কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রাকৃতিক রঞ্জক বস্তু ধারণ করিলে উক্ত খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের লেবেলে "প্রাকৃতিক রঞ্জক" বা "প্রাকৃতিক রঞ্জক রহিয়াছে" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঘ) রঞ্জক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে "অনুমোদিত প্রাকৃতিক" বা "অনুমোদিত কৃত্রিম" বা "অনুমোদিত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রঞ্জক ব্যবহৃত" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঙ) লেবেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি যথাযথভাবে উল্লেখ না থাকিলে কোনো কৃত্রিম রঞ্জক বা সুগন্ধি বা কৃত্রিম রঞ্জক বা সুগন্ধির মিশ্রণ বিক্রয় করা যাইবে না, যথাঃ—

(অ) "কৃত্রিম খাদ্য রঞ্জক" বা "কৃত্রিম সুগন্ধি" অভিব্যক্তি;

(আ) সাধারণ ও, ক্ষেত্রমত, ইনডেক্স নাম (Colour Index Name);

(ই) লট নম্বর;

(ঈ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;

(উ) নেট ওজন;

(ঊ) ব্যবহার-বিধি সম্পর্কিত নির্দেশনা; এবং

(ঋ) উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত—

(ক) **"রঞ্জক দ্রব্য"** বলিতে এইরূপ কোন দ্রব্যকে বুঝাইবে যাহা খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে যুক্ত করিলে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী প্রভাব ব্যতীত কেবল রং যুক্ত করে; এবং

(খ) **"সুগন্ধি বস্তু (Flavouring Substance)"** বলিতে এইরূপ কোনো দ্রব্যকে বুঝাইবে, যাহা খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে যুক্ত করিলে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী প্রভাব ব্যতীত কেবল খাদ্যের সুগন্ধ বৃদ্ধি করে বা ছড়ায় এবং সুগন্ধি হিসাবে খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে যুক্ত থাকে।

৬। মোড়কাবদ্ধ খাদ্য সংযোজনকারী দ্রব্য সমৃদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।— খাদ্য সংযোজনকারী দ্রব্য সমৃদ্ধ মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) খাদ্য সংযোজনকারী দ্রব্য রহিয়াছে এইরূপ খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের ধারণপাত্রের গাত্রে বা মোড়কে "বিশুদ্ধ খাদ্য" অথবা "খাঁটি" বা "পিওর" অথবা অনুরূপ কোনো অভিব্যক্তি সম্বলিত লেবেল আটা যাইবে না;

(খ) কোনো খাদ্য সংযোজনকারী দ্রব্যের লেবেলে উক্ত দ্রব্য সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিততথ্যের উল্লেখ না থাকিলে খাদ্যে ব্যবহারের নিমিত্ত উহা বিক্রয় করা যাইবে নাঃ—

(অ) সাধারণ নাম;

(আ) রাসায়নিক নাম;

(ই) নেট ওজন;

(ঈ) ব্যবহার-বিধি সম্পর্কিত পর্যাপ্ত নির্দেশনা;

(উ) উৎপাদানকারীর নাম ও ঠিকানা; এবং

(ঊ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ।

৭। মোড়কাবদ্ধ বিকিরিত খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত বিকিরণের নিরাপদ মাত্রার প্রতীক এবং বিদ্যমান আইনে প্রযোজ্য বিধানসহ বিকিরিত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের লেবেলে নিম্নরূপ ঘোষণা থাকিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) বিকিরণ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত;

(খ) বিকিরণের তারিখ, মাস ও বৎসর;

(গ) বিকিরণ ইউনিট; এবং

(ঘ) বিকিরণের উদ্দেশ্য।

৮। মোড়কাবদ্ধ এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—(১) মোড়কাবদ্ধ এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও খাদ্যপণ্যে এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্যোপকরণ থাকিলে লেবেলে উহার সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিতখাদ্য বা খাদ্যপণ্যসমূহ সংবেদনশীল ভোক্তার ক্ষেত্রে এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া ঘটায় বলিয়া বিবেচিত হইবে, যথাঃ—

(ক) যে সমস্ত খাদ্যে গ্লুটেন রহিয়াছে, যেমন- গম, রাই, যব, বার্লি ও গম জাতীয় শস্য অথবা উহাদের উপাদানসমূহের শংকর এবং উহা হইতে উৎপাদিত কোনো পণ্য;

(খ) খোলসযুক্ত প্রাণী (Crustacean Shellfish), চিংড়ি (Shrimp), গলদা চিংড়ি (Lobster), কাঁকড়া (Crab);

(গ) ডিম;

(ঘ) মৎস্য;

(ঙ) চীনা বাদাম;

(চ) দুগ্ধ (ল্যাকটোজসহ);

(ছ) গাছ বাদাম, যেমন- কাঠবাদাম (Almond), হ্যাজেল নাট (Hezel nut), ওয়াল নাট (Walnut), কাজুবাদাম (Cashew nut), পিকান নাট (Pecan nut), ব্রাজিল নাট (Brazil nut), পেস্তাবাদাম (Pistachio nut) ও ম্যাকাডেমিয়া (Macadamia);

(জ) যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে সালফাইটের ঘনত্ব প্রতি কেজিতে ১০ মিলিগ্রাম বা অধিক;

(ঝ) সরিষা;

(ঞ) তিলবীজ;

(ট) সয়াবিন; এবং

(ঠ) সেলেরি (celery) শ্রেণিভুক্ত শাকবিশেষ।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিতএলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্যোপকরণ হইতে প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্যের জন্য লেবেলে উহার নাম উল্লেখ করিবার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, যথাঃ—

(ক) গমজাত গ্লুকোজ সিরাপ, ডেক্সট্রোজ (dextrose), ম্যাল্টোডেক্সট্রিন (maltodextrine);

(খ) বার্লিজাত গ্লুকোজ সিরাপ;

(গ) মৎস্যজাত জিলাটিন (Gelatine);

(ঘ) সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত সয়াবিনজাত তৈল ও চর্বি;

(ঙ) প্রাকৃতিকভাবে মিশ্রিত টকোফেরল, যেমন- Tocopherol E-306, প্রাকৃতিক D-alpha Tocopherol, প্রাকৃতিক D-alpha Tocopherol acetate, প্রাকৃতিক D-alpha Tocopherol succinate ও স্টানল এস্টার (Stanol Ester); এবং

(চ) দুগ্ধজাত ল্যাকটিটল (Lactitol)।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত **"এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্যোপকরণ"** বলিতে ঐ সকল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ অথবা উহা হইতে প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্যকে বুঝাইবে, যাহা সংবেদনশীল ভোক্তার শারীবৃত্তীয় এলার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বা কোনো অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

৯। মোড়কাবদ্ধ শিশুখাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য শিশুখাদ্য বা শিশুখাদ্যের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইলে, লেবেলে "উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ" উল্লেখসহ 'মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' এর বিধান বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।

১০। মোড়কাবদ্ধ ভেজিটেরিয়ান বা নন-ভেজিটেরিয়ান খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—ভেজিটেরিয়ান বা নন-ভেজিটেরিয়ান খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের লেবেলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, "ভেজিটেরিয়ান" বা "নন-ভেজিটেরিয়ান" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ ঘোষণার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিতপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) নন-ভেজিটেরিয়ান খাদ্য সম্পর্কিত ঘোষণা নিম্নের টেবিলে বর্ণিত চিহ্নের মাধ্যমে করিতে হইবে, যাহার বহিঃরেখায় বাদামি রঙবিশিষ্ট একটি বর্গের অভ্যন্তরে বাদামি রঙ দ্বারা আবৃত একটি বৃত্ত থাকিবে এবং উক্ত বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য হইবে বৃত্তের ব্যাসের দ্বিগুণ, যথাঃ—

টেবিল

রঙ	চিহ্ন
(১)	(২)
বাদামি রঙ	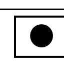

(খ) কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে নন-ভেজিটেরিয়ান উপাদান বা উপকরণ হিসাবে শুধু ডিমের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকিলে উৎপাদক বা মোড়ককারী বা বিক্রেতা কর্তৃক অতিরিক্ত হিসাবে লেবেলে এতদ্‌সম্বলিত ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে;

(গ) ভেজিটেরিয়ান খাদ্য সম্পর্কিত ঘোষণা নিম্নের টেবিলে বর্ণিত চিহ্নের মাধ্যমে করিতে হইবে, যাহার বহিঃরেখায় সবুজ রঙবিশিষ্ট একটি বর্গের অভ্যন্তরে সুবজ রঙ দ্বারা আবৃত একটি বৃত্ত থাকিবে এবং উক্ত বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য হইবে বৃত্তের ব্যাসের দ্বিগুণ, যথাঃ—

টেবিল

রঙ	চিহ্ন
(১)	(২)
সবুজ রঙ	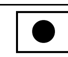

(ঘ) দফা (ক) ও (গ) তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট রঙিন চিহ্নের পরিমাপ হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

টেবিল

ক্রমিক নং	**মূল প্রদর্শিত প্যানেলের ক্ষেত্রফল (বর্গ সে.মি.)**	**সর্বনিম্ন ব্যাস (মি.মি.)**
(১)	(২)	(৩)
১।	১০০ পর্যন্ত	৩
২।	১০০ এর উর্ধ্বে ৫০০ পর্যন্ত	৪
৩।	৫০০ এর উর্ধ্বে ২৫০০ পর্যন্ত	৬
৪।	২৫০০ এর উর্ধ্বে	৮

(ঙ) দফা (ক) ও (গ) তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট রঙিন চিহ্নটি নিম্নবর্ণিতভাবে স্পষ্টাকারে প্রদর্শিত হইতে হইবে, যথাঃ—

(অ) মোড়কের মূল প্রদর্শিত প্যানেলে কন্ট্রাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডসহ;

(আ) পণ্যের নাম বা ব্রান্ড নামের যথাসম্ভব সন্নিকটে; এবং

(ই) লেবেলে, পাত্রে, প্রচারপত্রে, লিফলেটে এবং যে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা ।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত—

(ক) **"নন-ভেজিটেরিয়ান খাদ্য"** বলিতে এইরূপ খাদ্যকে বুঝাইবে, যাহা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে প্রাণিজ উৎস হইতে প্রস্তুতকৃত, যেমন- পশু, পাখি, মৎস্য ও ডিমসহ অন্যান্য প্রাণিজ উপাদান, তবে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্যপণ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; এবং

(খ) **"ভেজিটেরিয়ান খাদ্য"** বলিতে প্রাণিজ খাদ্যোপকরণ ব্যতীত অন্যান্য সকল খাদ্য বা খাদ্যপণ্যকে বুঝাইবে।

১১। মোড়কাবদ্ধ বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—কৃষিজাত পণ্য বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিত হইলে উহার মোড়কের লেবেলে "জিএম খাদ্য (Genetically Modified Food)" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে।

১২। মোড়কাবদ্ধ প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধ লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লেবেলিং করিতে হইবে, যথা:—

(ক) "ননীমুক্ত দুগ্ধ" বা "পাস্তুরিত দুগ্ধ" বা অন্য কোনো প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধের ক্ষেত্রে পাত্রের গাত্রে "ননীমুক্ত দুগ্ধ" বা "পাস্তুরিত দুগ্ধ" অভিব্যক্তিটি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করা ছাড়াও, ক্ষেত্রমত, ননীর পরিমাণ, নেট দুগ্ধের পরিমাণ ও ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) ঘনীভূত দুগ্ধ, মিষ্ট বা অমিষ্ট পূর্ণ ননীযুক্ত বা অর্ধ ননীযুক্ত অথবা ননীমুক্ত যে অবস্থায়ই হোক না কেন, প্রতিটি পাত্রের গাত্রে "শিশুদের উপযোগী নহে" অভিব্যক্তিটি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; এবং

(গ) পূর্ণ ননীযুক্ত এবং ননীমুক্ত উভয় প্রকারের শুকনা গুঁড়া দুগ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিটি পাত্রের গাত্রে উৎপাদন পদ্ধতি (স্প্রে, রোলার বা ফ্রিজ ড্রাইং) স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং মিষ্ট বা অমিষ্ট ননীমুক্ত শুকনা দুগ্ধের ক্ষেত্রে "শিশুদের উপযোগী নয়" অভিব্যক্তিটি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৩। কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা।—কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট মোড়কীকরণ ব্যতীত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা বিক্রয়ের সময় ভোক্তার অনুরোধে মোড়কীকরণের ক্ষেত্রে প্রবিধান ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ প্রযোজ্য হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

খাদ্যপণ্যের নাম, পরিমাণ, একক খাদ্যোপকরণ, পুষ্টিগত তথ্য ও ব্যবহারের তারিখ

১৪। খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের নাম।—মোড়কাবদ্ধ খাদ্য নামকরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) নাম হইবে সুনির্দিষ্ট, শ্রেণিগত নহে, যাহা খাদ্যের প্রকৃতিকে নির্দেশ করিবে;

(খ) সাধারণভাবে আইনগত নাম (Legal Name) ব্যবহার করিতে হইবে, তবে উক্তরূপ নামের অনুপস্থিতিতে প্রচলিত নাম এবং প্রচলিত নাম (Customary Name) না থাকিলে বা ব্যবহার করা না হইলে বর্ণনামূলক নাম (Descriptive Name) প্রদান করিতে হইবে;

(গ) যে নামে বিক্রয় হইবে তাহা বাংলাদেশে প্রযোজ্য নাম হইতে হইবে;

(ঘ) যে নামে বিক্রয় হইবে সেই নাম কোনো ট্রেড মার্ক, ব্রান্ড নাম বা অভিনব নাম দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যাইবে না;

(ঙ) ক্রেতার মনের সন্দেহ দূরীভূত করিবার জন্য যে নামে বিক্রয় হইবে সেই নামের সহিত খাদ্যের ভৌত অবস্থা অথবা যদি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যেমন- গুঁড়াকৃত, শীতলীকরণের মাধ্যমে শুষ্ককৃত, অতি নিম্নতাপে হিমায়িত, ঘণীভূত, ধূমায়িত, সেই সকল বিষয় সংযুক্ত করিতে হইবে; এবং

(চ) আমদানিকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের নাম এমনভাবে লেবেলিং করিতে হইবে যেন ভোক্তা সাধারণ বিভ্রান্ত না হয়।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত—

(ক) **"আইনগত নাম"** বলিতে কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের আইন, বিধি, প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা নির্ধারিত নামকে বুঝাইবে, যাহা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারযোগ্য এবং যেনামে সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা খাদ্যপণ্য খাদ্য ভোক্তা বা খাদ্য সরবরাহকারীর নিকট বিক্রয়যোগ্য;

(খ) **"প্রচলিত নাম"** বলিতে কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের এইরূপ কোনো নামকে বুঝাইবে, যে নামে উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যটি কোনো এলাকার ভোক্তা সাধারণের নিকট পরিচিত ও বিক্রিত হয়; এবং

(গ) **"বর্ণনামূলক নাম"** বলিতে কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের এইরূপ কোনো নামকে বুঝাইবে, যে নামটি সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে বর্ণনা প্রদান করে এবং, প্রয়োজন হইলে, অন্য পণ্য হইতে উক্ত পণ্যের পার্থক্য বুঝাইতে এবং খাদ্য ভোক্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরীকরণে উহার ব্যবহার ও সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে।

১৫। খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের পরিমাণ, একক ও উপকরণ।—(১) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের নেট ওজন এবং পরিমাণ নিম্নরূপে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) তরল খাদ্যের ক্ষেত্রে আয়তনের একক মিলিলিটার বা লিটার; এবং

(খ) তরল ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যের ক্ষেত্রে ওজনের একক মিলিগ্রাম বা গ্রাম বা কিলোগ্রাম।

(২) একক উপকরণের খাদ্য ব্যতীত লেবেলে "উপকরণসমূহ" শিরোনামে ওজনের নিম্নক্রমানুসারে সংশ্লিষ্ট উপকরণের তালিকা প্রদান করিতে হইবে, যাহা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) উৎপাদিত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে সংযোজিত পানি ও উদ্বায়ী বস্তুসমূহ ওজনের নিম্নক্রমানুসারে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যাহার পরিমাণ ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ হইতে বিয়োগ করিয়া নির্ণয় করা যাইবে, তবে সংযোজিত পানির পরিমাণ সর্বমোট ওজনের ৫% এর অধিক না হইলে উহা ধর্তব্য হইবে না।

১৬। পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য।—(১) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে বাধ্যতামূলকভাবে পুষ্টি সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি ঘোষণা করিতে হইবে, যথা:—

(ক) শক্তি মান (Energy Value) ; এবং

(খ) চর্বি, স্যাচুরেটস (Saturates), শর্করা, চিনি, আমিষ ও লবণের পরিমাণ।

(২) কেবল প্রাকৃতিক কারণে কোনো খাদ্য বা খাদ্য পণ্যে লবণের উপস্থিতি থাকিলে, পুষ্টি ঘোষণার পাশাপাশি, তৎমর্মে একটি বিবৃতি প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পুষ্টি ঘোষণার বিষয়বস্তুর সহিত নিম্নবর্ণিত উপকরণের পরিমাণ সংযোজন করা যাইবে, যথা:—

(ক) মনো-আনস্যাচুরেটস (mono-unsaturates);

(খ) পলি-আনস্যাচুরেটস (poly-unsaturates);

(গ) ট্রান্স ফ্যাট (trans-fat);

(ঘ) কোলেস্টেরল (cholesterol);

(ঙ) পলিওল (poly-ol);

(চ) আঁশ (Fibre); এবং

(ছ) সংশ্লিষ্ট কোনো ভিটামিন ও খনিজ উপাদান।

১৭। খাদ্য ও খাদ্যপণ্য ব্যবহারের তারিখ।—(১) নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক মোড়কাবদ্ধ প্রত্যেক খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের মোড়কে উহা ব্যবহারের তারিখ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) দ্রুত পচনশীল বা স্বল্পমেয়াদী সংরক্ষণকালসম্পন্ন খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে "মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ" বা "ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ" এবং দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণকালসম্পন্ন খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে "উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ" অমোচনীয় কালি দ্বারা বা খোদাই করিয়া লিখিতে হইবে;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত "মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ" ও "ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ" বা "উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ" অভিব্যক্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট তারিখের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে; এবং

(গ) "মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ" ও "ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ" বা "উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ" দিন, মাস ও বৎসর সমন্বয়ে কালানুক্রমিক আকারে লিখিতে হইবে।

(২) উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখের পর কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বিক্রয়, বিপণন বা বিতরণ করা যাইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার

১৮। বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার।—(১) এই প্রবিধানমালার কোনো বিধানের ব্যত্যয় ঘটাইয়া লেবেলে বিভ্রান্তিকর, অসত্য বা মিথ্যা নির্ভরতামূলক তথ্য সন্নিবেশ করা যাইবে না এবং উক্ত তথ্য ব্যবহার করিয়া কোনো বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ বা প্রচার করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা আইনের ধারা ৪১ ও ৪২ এর লংঘন বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

১৯। অপ্রযোজ্যতা।—Pure Food Rules, 1967 এর যে সকল বিধান এই প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত তাহা এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

২০। **ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ**।—এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ রাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd